বয়স হইয়া থাকিবে, এবং তাহার জীবনে অনেক গুরুতর সুখ-দুঃখ-লজ্জার দিন আসিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেইদিনকার বালকহৃদয়ের ইতিহাসের সহিত কোনোদিনের তুলনা হইতে পারে না।

কিন্তু ব্যাপারটা অতি ক্ষুদ্র এবং দুই কথায় শেষ হইয়া যায়।

আশুর একটি ছোট বোন আছে; তাহার সমবয়স্ক সঙ্গিনী কিংবা ভগিনী আর কেহ নাই, সুতরাং আশুর সঙ্গেই তাহার যত খেলা।

একটি গেটওয়ালা লোহার রেলিঙের মধ্যে আশুদের বাড়ির গাড়িবারান্দা। সেদিন মেঘ করিয়া খুব বৃষ্টি হইতেছিল। জুতা হাতে করিয়া ছাতা মাথায় দিয়া যে দুই-চারিজন পথিক পথ দিয়া চলিতেছিল তাহাদের কোনো দিকে চাহিবার অবসর ছিল না। সেই মেঘের অন্ধকারে, সেই বৃষ্টিপতনের শব্দে, সেই সমস্তদিন ছুটিতে, গাড়িবারান্দার সিঁড়িতে বসিয়া আশু তাহার বোনের সঙ্গে খেলা করিতেছিল।

সেদিন তাহাদের পুতুলের বিয়ে। তাহারই আয়োজন সম্বন্ধে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে ব্যস্ত হইয়া আশু তাহার ভগিনীকে উপদেশ দিতেছিল।

এখন তর্ক উঠিল, কাহাকে পুরোহিত করা যায়। বালিকা চট করিয়া ছুটিয়া একজনকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, তুমি আমাদের পুরুতঠাকুর হবে?"

আশু পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে, শিবনাথপণ্ডিত ভিজা ছাতা মুড়িয়া অর্ধসিক্ত অবস্থায় তাহাদের গাড়িবারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন; পথ দিয়া যাইতেছিলেন, বৃষ্টির উপদ্রব হইতে সেখানে আশ্রয় লইয়াছেন। বালিকা তাঁহাকে পুতুলের পৌরোহিত্যে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিতেছে।

পণ্ডিতমহাশয়কে দেখিয়াই আশু তাহার খেলা এবং ভগিনী সমস্ত ফেলিয়া একদৌড়ে গৃহের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। তাহার ছুটির দিন সম্পূর্ণ মাটি হইয়া গেল।

পরদিন শিবনাথপণ্ডিত যখন শুষ্ক উপহাসের সহিত এই ঘটনাটি ভূমিকাস্বরূপে উল্লেখ করিয়া সাধারণসমক্ষে আশুর 'গিন্নি' নামকরণ করিলেন, তখন প্রথমে সে যেমন সকল কথাতেই মৃদুভাবে হাসিয়া থাকে তেমন করিয়া হাসিয়া চারিদিকের কৌতুকহাস্যে ঈষৎ যোগ দিতে চেষ্টা করিল; এমন সময় একটা ঘণ্টা বাজিল, অন্য সকল ক্লাস ভাঙিয়া গেল, এবং শালপাতায় দুটি মিষ্টান্ন ও ঝকঝকে কাঁসার ঘটিতে জল লইয়া দাসী আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল।

তখন হাসিতে হাসিতে তাহার মুখ কান টকটকে লাল হইয়া উঠিল, ব্যথিত

কপালের শিরা ফুলিয়া উঠিল, এবং উচ্ছ্বসিত অশ্রুজল আর কিছুতেই বাধা মানিল না।

শিবনাথপণ্ডিত বিশ্রামগৃহে জলযোগ করিয়া নিশ্চিন্তমনে তামাক খাইতে লাগিলেন—ছেলেরা পরমাহ্লাদে আশুকে ঘিরিয়া 'গিন্নি গিন্নি' করিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। সেই ছুটির দিনের ছোটোবোনের সহিত খেলা জীবনের একটি সর্বপ্রধান লজ্জাজনক ভ্রম বলিয়া আশুর কাছে বোধ হইতে লাগিল, পৃথিবীর লোক কোনোকালেও যে সেদিনের কথা ভুলিয়া যাইবে, এ তাহার মনে বিশ্বাস হইল না।

27.5.2020

১৯। প্রশ্নের ছবির পরদিন অপুকে কীভাবে স্কুলে অনুপুতে দেখা গে
২০। শিবনাথ পণ্ডিত এই মুহূর্তে কী করেছিলেন এবং তখন
অপুর মানব অবস্থা কেমন হয়েছিল?

30.5.2020

২১। প্রশ্নের ছবির দিন অপু কী করছিল? ডোই দিনটা কেমন ছিল?
২২। ডোই দিনটা অপুর মাটি হয়ে গেল কেন?
২২। পরদিন শিবনাথ পণ্ডিত যে ঘটনা ঘটিয়েছিলেন, তা লেখ। তাতে অপুর কেমন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?
২৩। গল্পটার নাম 'নিমন্ত্রণ' হল কেন?
২৪। রবীন্দ্রনাথের আরো দুটি ছোটগল্পের নাম লেখ।

Assignment

শিক্ষক হিসেবে শিবনাথ পণ্ডিত একটি আদর্শ চরিত্র — — এমন একটি অবলম্বন করে কমবেশি ৪০০টি শব্দের (400 words) উক্ত কথাটির পক্ষে বা বিপক্ষে তোমার মত জানাও।